মাসক্যুলিনিটির ভেতর-বাহির

নাহিদা নিশি

বড়ো হয়ে তুমি কী হতে চাও? মেয়ে না ছেলে?

- ছেলে হতে চাই।

কেন? ছেলে হলে কী হয়?

- ছেলেদের মাসল থাকে। ছেলেরা গাড়ি চালাতে পারে।

কথা হচ্ছিল আমার তিনবছর বয়সী মামাত ভাইয়ের সাথে। মজার ছলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ছেলে হতে চায় কেন! খেয়াল করলাম, এইটুকু একটা বাচ্চাছেলেও জেনে গেছে যে, ছেলেরা সবকিছু পারে, মেয়েরা কিছুই পারে না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এরকমই কিছু ধারণা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, পুরুষরা নারীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী, পুরুষরা জেদি, পুরুষের স্বভাব আক্রমণাত্মক, পুরুষ বুদ্ধিমান, পুরুষ কঠোর, পুরুষ সাহসী, ব্লাহ ব্লাহ ব্লাহ... পুরুষের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং আচরণের সমষ্টিই মাসক্যুলিনিটি অথবা পুরুষত্ব (পুরুষালি অথবা পৌরুষ নামেও পরিচিত) হিসেবে পরিচিত।

মাসক্যুলিনিটি বা পুরুষত্ব

সোজা কথায় বলা যায় যে, পুরুষত্ব বলতে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যসমূহকে বোঝায় যা একটি সমাজের পুরুষদের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। অধ্যাপক ক্রেইগ স্টিভ বলেন, 'একটি সংস্কৃতি তার পুরুষদের কাছে যা প্রত্যাশা করে তাই হলো মাসক্যুলিনিটি'।[১]

সাহস, স্বাধীনচেতা হওয়া, দৃঢ়তা, কর্তৃত্বপ্রিয়তা, প্রভৃতি পুরুষত্বের গুণ। হাইস্পিডে গাড়ি চালানো অথবা পথে কুকুর দেখে ঢিল ছোড়া থেকে শুরু করে টিজ করা, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, ঘরে বউ পেটানো, রাস্তায় মারামারি করা, ধূমপান করা– এই সবই পুরুষত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পুরুষ এসব করে পুরুষত্বের প্রমাণ দেবার তাড়না থেকে। জেন্ডার এসেনশিয়ালিস্টরা দাবি করেন যে, নারী-পুরুষের হরমোন, ক্রোমোজম অর্থাৎ শারীরিক ভিন্নতাই নারীকে শান্তিপ্রিয় এবং পুরুষকে যুদ্ধবাজ হতে উৎসাহিত করে।[২] তবে গবেষণা বলে পুরুষত্ব প্রস্ফুটিত হয় সামাজিকভাবে।

[১] Steve, Craig, ed. (1992, October 27). Men, Masculinity and the Media. California. SAGE Publications

[২] Vinney, C. (2021). What Is Gender Essentialism Theory? Very well mind. https://www.verywellmind.com/what-is-gender-essentialism-theory-5203465

'পুরুষ' পরিচয়টি জৈবিক কিংবা প্রাকৃতিক হলেও পুরুষত্ব ব্যাপারটি পুরোপুরিভাবে সাংস্কৃতিক। নৃবিজ্ঞানী মার্গারেট মিড সামোয়া দ্বীপে বসবাসকারী তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর নারী-পুরুষদের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে দেখান যে, পুরুষত্ব বা পুরুষালি আচরণ পরিবর্তনীয়। তিনি লক্ষ করেন যে, একেকটি ট্রাইবের পুরুষদের আচরণ একেকরকম। প্রথম একটি ট্রাইবে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে, সেখানকার ছেলেরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী পুরুষালি আচরণ করছে না বরং তাদের আচরণ সম্পূর্ণ মেয়েলি। সেখানে পুরুষই নারীর অধীনস্ত। মিড অপর একটি ট্রাইবে গিয়ে দেখলেন, এই ট্রাইবের ছেলেরা প্রচলিত সংস্কৃতি অনুযায়ী পুরুষালি। তারা কর্তৃত্বপরায়ণ, তর্কপ্রবণ, ডানপিটে। আমাদের সমাজে যেসব বৈশিষ্ট্য পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় আরকি! সর্বশেষ ট্রাইবটিতে গিয়ে মিড লক্ষ করলেন, সেখানে নারী-পুরুষ উভয়ই ভীষণ শান্ত, সহানুভূতিশীল এবং তারা একে অপরের সহযোগী হিসেবে নিজেদের ভূমিকা পালন করছে। কেউ কারো নিয়ন্ত্রক কিংবা অধীনস্ত নয়। সেখানে পুরুষত্ব এবং নারীত্ব পরিমাপের মাপকাঠি পুরোপুরি ভিন্ন।[৩]

স্যোশিও-বায়োলোজিস্টদের একটি গ্রুপ পুরুষের সেক্সুয়ালিটিকে পশুর সাথে তুলনা করে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য একটি অপরাধকে। তাদের মতে, প্রাণীজগতের সকল বিভাগেই দেখা যায় যে, পুরুষের যৌনতা অনেক বেশি থাকে এবং তাদের পক্ষে কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে তারা ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটায়। অর্থাৎ পুরুষের ধর্ষক হওয়ার বিষয়টিও তাদের মতে প্রাকৃতিক। অথচ মার্গারেট মিড সামোয়া দ্বীপে এমন এক গোষ্ঠীর দেখা পেয়েছিলেন যেখানকার পুরুষেরা 'ধর্ষণ' শব্দটির সাথেই পরিচিত নয়।

জিয়ার্ট ডি নেইভ বলেন, 'একই অঞ্চলে, একই সংস্কৃতিতে, এমনকি একই প্রতিষ্ঠানে একই সময়ে মাসক্যুলিনিটির ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যেতে পারে'।[৪] বাংলাদেশে সাধারণত দুই ধরনের মাসক্যুলিনিটি বা পুরুষত্ব দেখা যায়– ১. পারিবারিক ও ২. পাবলিক। পারিবারিক বা গৃহস্থালিসংক্রান্ত পুরুষত্ব সেই পুরুষের দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয়, যিনি পরিবারের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হন। যিনি পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী এবং পরিবারের সকল সদস্য যার দ্বারা পরিচালিত হয়। পাবলিক মাসক্যুলিনিটি মূলত পুরুষের বাইরের জগতকে ঘিরে তৈরি হয়। পাবলিক মাসক্যুলিনিটি সেই সমস্ত পুরুষকে রিপ্রেজেন্ট করে, যারা কর্মক্ষেত্রে সমস্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে এবং অপর পুরুষের সাথে পুরুষোচিতভাবে মিশতে, চলতে এবং ডিল করতে পারে।[৫]

---

[৩] Mead, M. (1935). Sex and Temperament in Three Primitive Societies. William Morrow.

[8] G De, Neve. (2004). The workplace and the neighbourhood: locating masculinities in the south Indian textile industry. South Asian masculinities: context of change, sites of continuity

[৫] Haque, M and Kusakabe, K. (2005). Retrenched Men Workers in Bangladesh: A Crisis of Masculinities? Gender Technology and Development 9(2):185-208

কয়েক বছর আগেও নাচানাচি, রূপচর্চা কিংবা রান্নার কাজ করা পুরুষত্বের পক্ষে হুমকিস্বরূপ ছিল। বউকে চাকরি করতে দেওয়াটা পুরুষের জন্য অপমানকর ছিল। সময় পালটেছে, যদিও পুরোপুরি পরিবর্তন আসতে এখনো অনেক দেরি। তবু রান্নার কাজের সাথে পৌরুষের যোগাযোগ কমতে শুরু করেছে। ছেলেরা সাজগোজ করে, নাচানাচি করে সেই ভিডিও স্যোশাল মিডিয়ায় দিতে শুরু করেছে। তারা চাকরিজীবী মেয়েকেই বেছে নিচ্ছে জীবনসঙ্গী হিসেবে। কেউ কেউ চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে প্রচলিত মাসক্যুলিনিটির ধারণাকে। অস্বীকার করতে শুরু করেছে তাদের ওপর চাপানো পুরুষত্বের বোঝাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্থান, কাল, পাত্রভেদে পুরুষত্ব পরিমাপের নির্ধারক ভিন্ন হয়ে থাকে। একই সময়ে পুরুষত্ব একেক সমাজে একেকভাবে সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে। আবার সময়ের সাথে সাথেও যে কোনো সমাজে পৌরুষ নির্ধারণের মাপকাঠিতে পরিবর্তন আসতে পারে। অর্থাৎ, পুরুষত্ব বা পুরুষালি কোনোভাবেই পুরুষের অ্যানাটমিকেল আইডেন্টিটি নয়, বরং সামাজিক আইডেন্টিটি।

উপমহাদেশে 'পুরুষত্ব' ধারণার আগমন

ভারতবর্ষে পুরুষত্ব বা পুরুষালি ধারণার উদ্ভব ঘটে ব্রিটিশদের হাত ধরে। ১৮৬৬ সালে 'দ্য রিলিজিয়াস ট্র্যাক্ট সোসাইটি অব লন্ডন' কর্তৃক প্রকাশিত "খ্রিষ্টান ম্যানলিনেস : এ বুক অব এক্সাম্পলস অ্যান্ড প্রিন্সিপালস ফর ইয়ং ম্যান" মনোগ্রাফে খ্রিষ্টান পুরুষদের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়, যার মাপকাঠিতে সে সময়কার ভারতীয় পুরুষরা আদর্শ পুরুষ ছিলেন না।[৬]

ব্রিটিশদের চোখে ভারতীয় পুরুষদের পর্যাপ্ত শৌর্য-বীর্যের অভাব ছিল। ভারতীয়দের ওপর নিজেদের শাসন ও শোষণকে জাস্টিফাই করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা বলতে থাকে যে, ভারতীয় পুরুষদের আচরণ মেয়েলি। ভারতীয়রা নিজেরা নিজেদের পরিচালনা করতে অক্ষম, তাই তাদের উচিত অন্যের শাসনে থাকা! আর 'মেয়েলি' শব্দটা যেহেতু পুরুষের পক্ষে ভীষণ অপমানের, সেহেতু ভারতীয় পুরুষরা নিজেদের 'আসল পুরুষ' প্রমাণ করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।

ব্রিটিশদের এই ব্যঙ্গের উপযুক্ত জবার দেবার লক্ষ্যে কতিপয় অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তি প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বিভিন্ন মাধ্যমে তারা ভারতীয় পুরুষদের পুরুষত্বকে উস্কে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। 'খ্রিষ্টান ম্যানলিনেস'-এর মতো আধিপত্যবাদী পুরষত্বের[৭] ধারণার উপর ভিত্তি করে তারাও 'ইন্ডিয়ান ম্যানহুড'-এর মডেল তৈরিতে আগ্রহী হয়ে উঠল।

[৬] Religious Tract Society (1866). Christian manliness: A book of examples and principles for young men. London: Religious Tract Society

[৭] আধিপত্যবাদী পুরুষত্ব সমাজে পুরুষের কর্তৃত্বমূলক অবস্থানকে সিদ্ধ করে এবং নারী ও পুরুষের অন্যান্য প্রান্তিক অবস্থার অধীনতাকে ন্যায্যতা প্রদান করে।

সে সময় বিবেকানন্দ দাস বলেন, 'আমরা চাই পুরুষের মাসল হবে লৌহনির্মিত, স্নায়ু হবে ইস্পাতের, আর মন হবে সেই বস্তুর যা দিয়ে বজ্রপাতের সৃষ্টি হয়। আমরা শুধু চাই শক্তি, পুরুষত্ব আর যুদ্ধ করার সাহস'।[৮]

কাজেই ভারতীয় পুরুষরা যে আসলে 'পুরুষালি' ধাঁচের, তারা যে নারীর মতো দুর্বল নয়, সেটা প্রমাণ করবার জন্য এবার তারা ধর্ম, পরিবার এবং সমাজের দোহাই দিয়ে নারীর ওপর প্রভুত্ব করতে লাগল। তারা নারীদের ভীতু ও দুর্বল বলতে শুরু করল। কারণ একমাত্র বিরোধী দলকে ভীতু, দুর্বল ও বোকা প্রমাণ করতে পারলেই তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা যায়। নারী দুর্বল প্রমাণিত হলেই কেবল তার ওপর পুরুষত্ব জাহির করা যায়। এভাবেই ব্রিটিশদের হাসি-ঠাট্টার জবাব দিতে গিয়ে উপমহাদেশে আধিপত্যবাদী পুরুষত্বের প্রবেশ ঘটে।

পুরুষত্ব অর্জনের প্রক্রিয়া

ফ্রয়েডের মতে, একটি ছেলেশিশু যখন বড়ো হতে থাকে, সে তার পিতার সাথে নিজের মিল খুঁজে পায় এবং মেয়েশিশু নিজেকে চিহ্নিত করে মায়ের সাথে। ছেলেশিশুটি বুঝতে শেখার পরপরই পিতা তার জীবনে প্রধান এবং অধিক ক্ষমতাবান হিসেবে প্রবেশ করে। যার ফলে একজন ছেলেশিশু তার বাবাকে দেখে বাবার মতো পুরুষালি হয়ে উঠতে চায়।[৯] এবার প্রশ্ন হলো, যে পরিবারে কাজের প্রয়োজনে পিতা সন্তানের থেকে দূরে থাকে কিংবা যে ছেলেশিশুটির পিতাই নেই, তার মস্তিষ্কেও কীভাবে পুরুষালি চিন্তা-ভাবনা গড়ে ওঠে?

মনোবিদরা মনে করেন যে, বাবার অবর্তমানে ছেলেশিশুকে পুরুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব মায়ের ওপর বর্তায়। মা তার ছেলেশিশুটিকে কড়া পাহারায় রাখে যাতে সে কোনোভাবে মেয়েলি আচরণ না শেখে। ছেলেরা সারাক্ষণ বাড়িতে থাকলে মায়েরা চরম বিরক্ত হয়, পোকামাকড় দেখে ভয় পেলে রাগারাগি করে, চিন্তায় পড়ে যায় ছেলেকে রান্নার কাজে আগ্রহী হতে দেখলে। মায়েরাই মূলত পুরুষ হয়ে ওঠার জন্য ছেলেসন্তানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

একজন মানুষের ভেতর 'পুরুষালি' বা 'মেয়েলি' এই ধারণাগুলো বেড়ে ওঠে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শৈশবে পরিবারই প্রথম একটি ছেলেশিশুর হাতে খেলনা হিসেবে বন্দুক কিংবা গাড়ি তুলে দেয়। অপরদিকে মেয়েশিশুর হাতে তুলে দেয় পুতুল কিংবা কিচেনওয়্যার। কিছুদিন আগে একজনকে দেখছিলাম যে, তার চার বছর বয়সী বাচ্চা ছেলেকে খুব বকছে মেয়েদের খেলনা দিয়ে খেলার কারণে।

---

[৮] Jyotirmayananda (1986). Vivekananda: His gospel of man making with a Garland of tributes and a chronicle of his life and times with pictures. Pondicherry: All India

[৯] Islam, M. (2008). Masculinity, patriarchy, gender, and women's oppression. Dhaka: Dept. of Women and Gender Studies, University of Dhaka

অধ্যাপক ক্রিস্টিয়া ব্রাউন বলছেন, 'ছেলেরা খুব শিশু বয়সে ঘর সংসারের কাজে আগ্রহী থাকে। খেলনা পুতুল নিয়ে খেলার মধ্য দিয়ে ছেলেরাও দেখায় যে তারাও দেখাশোনার কাজে আগ্রহী, কিন্তু আমরাই তাদের শেখাই এগুলো 'মেয়েদের কাজ'। ছেলেরা পুতুল নিয়ে খেললে আমরা বিরক্ত হই, তাদের তিরস্কার করি"।[১০]

বাচ্চারা ছোটবেলায়ই চারপাশের মানুষদের মাধ্যমে জেনে ফেলে যে সমাজে তাদের ভূমিকা কী, তাদের কী করা উচিত। ছেলেশিশুরা বড়ো হতে হতে বুঝতে শুরু করে তাদের লৈঙ্গিক ভূমিকা এবং এক সময় তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সেই পুরুষালি আচরণকে লালন করতে থাকে। পুরুষালি কিংবা মেয়েলি হওয়ার পেছনে বন্ধুদেরও প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোনো ছেলে পরিপাটি হয়ে ঘুরলে কিংবা ধূমপান না করলে, তার বন্ধুরাই তাকে ব্যঙ্গ করে।

পুরুষালি হয়ে ওঠার পেছনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠ্যপুস্তক এবং মিডিয়ার ভূমিকাও কম নয়। পুরুষের কাজ বাইরের জগতে আর নারীর কাজ ঘরের ভেতরে, এই প্রাথমিক শিক্ষা (ভুল শিক্ষা) আমরা বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে পেয়ে থাকি। মিডিয়া পুরুষত্বের ফুয়েল হিসেবে কাজ করে। মিডিয়াই সমাজে রাগ-জেদ, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, ধর্ষণ-খুন, শোষণ ও মারামারিকে পুরুষোচিত আচরণ হিসেবে প্রোমোট করার পেছনে দায়ী। পুরুষের পুরুষালি আচরণ গড়ে ওঠার পেছনে তার পরিবার থেকে শুরু করে আশেপাশের পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার হাত রয়েছে। সুতরাং কেউ প্রাকৃতিকভাবে পুরুষালি হয় না। সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি পুরুষকে পুরুষালি হতে সহায়তা করে। সিমোন দ্য বোভোয়ারের সুরে বলা যায়, কেউই পুরুষালি হয়ে জন্মায় না, ধীরে ধীরে পুরুষালি হয়ে ওঠে।

মেয়েলি পুরুষ বনাম পুরুষালি নারী

পুরুষালি শব্দটি কেবল পুরুষের সাথেই সম্পর্কিত নয়। যে কোনো নারীও পুরুষালি হতে পারে। নারী মানেই দুর্বল, ভীতু, আবেগী, বোকা, নরম কিংবা সরল নয়। পৃথিবীতে এমন অনেক নারী আছে, যারা যে কোনো পুরুষকে শারীরিক শক্তি দ্বারা পরাজিত করতে পারে। বুদ্ধিতেও হতে পারে সকল পুরুষের চেয়ে সেরা। একা রাতবিরাতে ঘরের বাইরে যাওয়াটাকে পুরুষালি বলা হলেও ২৭ বছর বয়সে মাত্র ১৮ মাস ২৬ দিনে একা পুরো পৃথিবী ভ্রমণ করার রেকর্ড গড়েছেন ক্যাসি ডি পেকল নামক এক তরুণী। গাছে ওঠাটাকে যেখানে পুরুষালি মনে করা হয়, সেখানে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম সেভেন সামিট জয় করবার রেকর্ডও ওয়াসফিয়া নাজরীন নামক একজন নারীর।

পুরুষত্বের গুণগুলো যেমন নারীর মধ্যে রয়েছে, তেমনি রয়েছে দোষগুলোও। নারী পাচার, নারী নির্যাতনের মতো ঘটনার সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জড়িত থাকে কোনো না কোনো নারী!

---

[১০] Melissa Hogenboom. (2021, May 24). The gender biases that shape our brains. BBC. https://www.bbc.com/future/article/20210524-the-gender-biases-that-shape-our-brains

নরসিংদী রেলস্টেশনে গত ১৮ মে পোশাকের কারণে একজন তরুণী হেনস্তা ও মারধরের শিকার হয়। স্লিভলেস টপস পরার কারণে প্রথমেই তাকে হেনস্তা করে এক নারী। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ভিড়ের মধ্যে কতগুলো হাত মেয়েটির কাপড় খুলে নিতে ছুটে আসে। তাদের মধ্যে ছিল নারীর হাতও। সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশিরভাগ নারী আবার এই ঘটনাকে সমর্থনও করেছে। এই নারীরা কি পুরুষের মতো কর্তৃত্ববাদী নয়? কিংবা সেই নারীটি যে কিনা পাবলিক বাসে একটি মেয়েকে বিশ্রীভাবে এবিউজ করেছিল টি-শার্ট পরে ওঠার কারণে? আসলে ক্ষমতা পেলে, সুযোগ পেলে নারীও হয়ে ওঠে কঠোর, হিংস্র, আক্রমণাত্মক, এমনকি নারী নিপীড়কও।

পুরুষমাত্রই যে সে বলবান, বীর্যবান, রাজনৈতিক, তেজী, কর্মঠ, রাগী কিংবা বুদ্ধিমান হবে, ব্যাপারটা তা নয়। আমাদের আশেপাশেই কিছু পুরুষ আছে যারা কখনো কোনোরকম ঝামেলায় জড়ায় না, সারাক্ষণ বাড়িতে থাকতে চায়, রাঁধতে ভালোবাসে অথবা সাজতে পছন্দ করে। আমরা তাদের পুরুষত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করি। এ ধরনের ছেলেদের আমাদের সমাজে 'পৌরুষহীন' কিংবা 'হাফলেডিস' বলা হয়।

সমাজ পুরুষালি নারীকে প্রশ্রয় দিলেও মেয়েলি পুরুষকে আজও ঘৃণার চোখে দেখে। কারণ মেয়েদের যেহেতু নিম্নশ্রেণির নাগরিক মনে করা হয়, সেহেতু মেয়েলি হওয়াকে অধঃপতন হিসেবে দেখা হয়।

আসল পুরুষ হওয়ার চাপ

> সে ছেলে কে চায় বল, কথায় কথায়
> আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়?[১১]

কবি কুসুমকুমারী দাশ তাঁর বিখ্যাত 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটিতে আদর্শ ছেলে হবার কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছেন, যা সম্ভবত তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত। গবেষণা দেখায় যে, ছেলেরা একদম ছোটবেলায় অনেক কাঁদে, কিন্তু ৫ বছর বয়সের পর তাদের কান্না কমে যায়। কারণ খুব ছোট বয়সেই চারপাশ থেকে একটি ছেলে জানতে পারে যে, তার চোখে জল আনা যাবে না, তার কাঁদা বারণ।

সম্প্রতি একটা অ্যাসাইনমেন্টের প্রয়োজনে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলছিলাম। জেনেছিলাম, 'আসল পুরুষ' বলতে তারা সেই পুরুষদের বোঝেন যারা দেখতে সুন্দর, রুচিশীল, স্বাবলম্বী, সাহসী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী। তাদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী জানান যে, 'আসল পুরুষ হলো সেই পুরুষ যার প্রচুর টাকা-পয়সা আছে। ধন-সম্পদহীন পুরুষের কোনো মূল্য নাই। আলটিমেটলি পুরুষের মান-সম্মান, পুরুষত্ব সবকিছুই অর্থের ওপর নির্ভরশীল।'

---

[১১] কুসুমকুমারী দাশ, আদর্শ ছেলে, ৩য় শ্রেণি, আমার বাংলা বই

কথা সত্যি। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র এবং ধর্মও পুরুষের ওপর দিয়েছে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব। স্ত্রীর খোরপোষ বহন করাকে ইসলাম পুরুষের জন্য ফরজ করেছে। অর্থনৈতিক চাপ পুরুষের জীবনে সবচেয়ে বড়ো চাপ বলে মনে করা হয়। যদিও বর্তমান সময়ে প্রচুর মেয়েকে দেখা যায় যারা প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিয়ে করতে চায় না। তবে এটাও সত্যি যে সমাজ এখনো অর্থ উপার্জনের প্রধান ভার পুরুষের ঘাড়েই দিয়ে রেখেছে।

গত ২৭ মার্চ উইল স্মিথের মতো বিশ্বসেরা অভিনেতা অস্কারের মতো বড়ো একটি মঞ্চে চড় মেরে বসলেন ক্রিস রকের গালে, তাঁর স্ত্রী জাডা পিঙ্কেটকে নিয়ে ডার্ক কৌতুক করার কারণে। প্রতিবাদের অনেক উপায় থাকা সত্ত্বেও ভায়োলেন্ট হয়ে উঠলেন উইল স্মিথ, সম্ভবত 'আসল পুরুষ' হওয়ার তাড়না থেকে। শাস্তি হিসেবে তিনি অস্কারের মঞ্চে নিষিদ্ধ হলেও কুড়িয়েছেন অসংখ্য নারী-পুরুষের ভালোবাসা। অনেকের কাছে তিনি 'আদর্শ স্বামীর রোল মডেল' হয়ে উঠেছেন। তার মানে সমাজ বোঝাচ্ছে, আসল পুরুষ হতে গেলে আপনাকেও এরকম ভায়োলেন্ট আচরণ করতে হবে। সবরকম বিপদ-আপদ থেকে স্ত্রী-সন্তানদের রক্ষা করতে হবে। 'বীরপুরুষ' হওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়।

আবার কেউ কেউ আছেন যারা মনে করেন যে, আসল পুরুষরা মাঝে মাঝে হালকা-পাতলা বউ পেটানোর মতো ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। কারণ বউকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা, বউয়ের কথাকে গুরুত্ব না দেওয়া কিংবা বউকে নিম্নশ্রেণির মানুষ মনে করা পুরুষত্বের একটি বড়ো শর্ত। আমি একজনকে চিনি যিনি কখনো বউ পেটান না বলে আশেপাশের সকলে তাকে 'কাপুরুষ' ভাবে। তার স্ত্রীকে একদিন দেখলাম খুব সেজেগুজে এক বন্ধুর সাথে বেড়াতে যাচ্ছে। পাশ থেকে তারই এক আত্মীয়া আমাকে বললেন, 'স্বামী যদি স্বামীর মতো না হয়, বউ তো এরকম নষ্টামি করবেই। এরকম মেয়েমানুষকে সকাল-বিকাল দুই গালে থাপ্পড় দিলে ঠিক হয়ে যেত'।

অতএব, ডোমিনেন্ট না হয়ে ভয় পেলে, হেরে গেলে, এড়িয়ে গেলে কিংবা পালিয়ে গেলে 'আসল পুরুষ' হওয়া যাবে না। আসল পুরুষ হতে গেলে আপনাকে রাগে-জিদে, শৌর্যে-বীর্যে, টাকায়-পয়সায় সবদিকে ভরপুর থাকতে হবে।

পুরুষত্ব খোয়ানোর শঙ্কা

প্যানথার-এর একটা বিজ্ঞাপন আছে, সেখানে স্বামীকে 'আসল পুরুষ'-এর মেডেল পরিয়ে দিচ্ছে তার স্ত্রী। বিজ্ঞাপনে বোঝানো হয়েছে যে, নারীসঙ্গীকে 'সেক্সুয়াল প্লেজার' দিতে না পারলে একজন পুরুষকে 'আসল পুরুষ' বলা যায় না। যদিও আমাদের দেশে বেশিরভাগ পুরুষই সেক্সুয়ালি ফিট বলতে বোঝে সহবাসের সময়কে দীর্ঘায়িত করা কিংবা জানোয়ারের মতো সঙ্গম করে পার্টনারকে অসুস্থ করে ফেলার ক্ষমতাকে।

ইউটিউবে 'পুরুষত্ব নষ্ট হওয়ার কারণ' কিংবা 'পুরুষত্ব বৃদ্ধির উপায়' লিখে সার্চ দিলে দেখা যায় অসংখ্য ভিডিও আসছে যেগুলোর ভিউ লাখ লাখ। ভিডিওগুলোর কমেন্টবক্স এবং ভিউয়ারের সংখ্যা দেখে আন্দাজ করা যায় যে, কী পরিমাণ পুরুষ সারাক্ষণ তাদের সেই অমূল্য পুরুষত্ব হারানোর শঙ্কায় থাকে।

কিছুদিন আগে টিপ পরা নিয়ে সারাদেশে বিশাল হইচই এক কাণ্ড হয়ে গেল। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের পাশাপাশি বেশ কিছু পুরুষও নিজেদের টিপ পরা ছবি দিয়ে স্যোশাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ জানায়। তারপর নিউজ পোর্টালগুলোর কমেন্টবক্স জুড়ে সেই পুরুষদের নিয়ে সে কী ট্রল! কী হাসি-ঠাট্টা! টিপ পরার কারণে লতা সমাদ্দারকে নাজমুল নামের যেই পুলিশ সদস্যটি হেনস্তা করেছিল, তার পক্ষেই ছিল অধিকতর নারী-পুরুষ। আর যারা নাজমুলের এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক আচরণের প্রতিবাদে কপালে টিপ পরে সুন্দর একটি প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তারা পেয়েছিল 'হিজড়া' তকমা। ভীষণ হাস্যকর, নয়?

পুরুষত্ব ব্যাপারটা এমনই ঠুনকো যে অল্পস্বল্প হাওয়াতেই সেটা ভেঙে খানখান হয়ে যায়; যেমন ধরেন, কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর বাধ্য হয় অর্থাৎ স্বামীর সমস্ত আদেশ নিষেধ মেনে চলে, তাহলে সে হয় সেরা স্ত্রী। কিন্তু কোনো পুরুষ যদি সমস্ত সিদ্ধান্ত নারীর বা স্ত্রীর পরামর্শে নেয়, কোনো পুরুষ যদি স্ত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে সেই পুরুষের 'স্ত্রৈণ' দোষ আছে বলে সমাজ রায় দেয়। স্বামীভক্তিকে আদর্শ নারীর গুণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হলেও পত্নীভক্তি কিংবা স্ত্রৈণ হওয়া পৌরুষের পক্ষে অভিশাপ। এই দেশে কোনো উন্মাদও 'স্ত্রৈণ' ট্যাগ পেতে রাজি নয়।

পুরুষকে আসলে সারাক্ষণ তার পুরুষত্ব খোয়ানোর ভয়ে ভীত থাকতে হয়। সে ধীরে কথা বললে মেয়েলি ট্যাগ পায়, ভয় পেলে তার পৌরুষ চলে যায়, ধূমপান না করলে হয় 'আলাভোলা'। তার যথেষ্ট টাকাকড়ি না থাকলে সে পুরুষ হিসেবে ব্যর্থ হয়, বাচ্চা জন্মদানে অক্ষম হলে তাকে নপুংসক বলা হয়। স্ত্রী-সন্তান নিয়ন্ত্রণে না থাকলে সে 'কাপুরুষ' বিবেচিত হয় আর নারীবাদী হলে তো কথাই নেই! সে হয় পুরুষ জাতির কলঙ্ক।

পুরুষত্বের ক্ষতিকর দিক

পুরুষ নিজেই পুরুষত্বের ফাঁদে পড়ে আছে বহুকাল ধরে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা দেখে আসছে যে একজন পুরুষ প্রতিযোগী মানসিকতাসম্পন্ন হবে, দায়িত্ববান হবে, যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শক্ত থাকবে এবং সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। প্রতিটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের কাছ থেকে এমনটা আশা করে যে, কোনো অবস্থাতেই পুরুষ তার দুর্বলতা প্রকাশ করবে না।

হাজার কষ্টে পড়লেও পুরুষরা সাধারণত শক্ত থাকার ভান করে। তাদের মধ্যে শেয়ারিং-এর জায়গাটা কম থাকে। যার ফলে বিশ্বব্যাপী নারীর তুলনায় পুরুষের মাঝে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা

দুইগুণ বেশি দেখা যায়। এ ছাড়াও, মানসিক ও শারীরিক বিভিন্ন অসুখে পুরুষকেই বেশি ভুগতে দেখা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য বলছে, প্রতি বছর প্রতি ১,০০,০০০ পুরুষের মধ্যে ১২.৬ জন আত্মহত্যা করে, যা নারীর তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও কাঠামো বাংলাদেশে পুরুষের গড় আয়ু নারীর তুলনায় চার বছর কম হওয়ার জন্য দায়ী।[১২]

পুরুষ তার পুরুষত্বের প্রমাণ দেবার জন্য অকারণে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জিং কাজের সাথে যুক্ত হয়, ঝুঁকিপূর্ণ খেলায় অংশগ্রহণ করে, জোরে গাড়ি চালায়, অযত্নে অবহেলায় ত্বকের ক্ষতি করে, ধূমপান করে, মাদকাসক্ত হয়, যেগুলো পুরুষের নিজের জন্যই মারাত্মক ক্ষতিকর। এমনকি বড়ো রকমের আঘাত পেলেও বিষয়টিকে তারা এড়িয়ে যায়। কারো থেকে সেবা নেওয়া কিংবা অল্পতেই ডাক্তার দেখানো অনেকের দৃষ্টিতে মেয়েলি আচরণ বলে মনে হয়। সেক্সুয়াল সমস্যায় ভুগলে তো কথাই নেই! পুরুষত্ব হারানোর ভয়ে তারা সমস্যার কথা স্বীকার করবে না, চিকিৎসাও নেবে না।

যুগ যুগ ধরে নারীর শরীরকে পুরুষত্ব ফলানোর সব থেকে উপযুক্ত পাত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পুরুষ কারণে-অকারণে নারীকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছে, অ্যাসিড মেরেছে, গালি দিয়েছে, ধর্ষণ করেছে, প্রয়োজনে মেরেও ফেলেছে। এর ফলে আলটিমেটলি গোটা পুরুষ জাতিকে 'ধর্ষক', 'নিপীড়ক' তকমা পেতে হয়েছে। এতে করে যারা 'কম পুরুষ' তারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। কাজেই চোখ বন্ধ করে বলা যায় যে, 'পুরুষত্ব' শুধু সমাজ এবং নারীর জন্যই ক্ষতিকর নয়, পাশাপাশি ব্যক্তি পুরুষের জন্যেও অভিশাপ।

পুরুষত্বের পুনর্বিবেচনা

পৃথিবী বদলেছে, সময় পালটেছে। নতুন করে ভাববার সময় এসেছে, সত্যিকারের সুপুরুষ আসলে কারা? নারীকে হেনস্তা করা সেই পুলিশ সদস্য নাকি টিপ পরে প্রতিবাদ জানানো পুরুষরা? কোনটিতে আসলে পুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়– নারীকে ধর্ষণ করাতে নাকি ধর্ষকের বিচার চেয়ে ধর্ষিতার পাশে দাঁড়ানোতে? 'আসল পুরুষ'-এর মেডেল এবারে কার গলায় যাবে? যে শুধু নিজের সেক্সুয়াল প্লেজার খোঁজে নাকি যে তার পার্টনারের চাওয়া-পাওয়ারও খবর রাখে?

নারীর সাহস, শক্তি, মেধা ও নেতৃত্বের পাশাপাশি আমাদের মেনে নিতে হবে পুরুষের হার, ভয় এবং দুর্বলতাকেও। নারীরা যেমন নারীত্ব নিয়েই মহাবিশ্ব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, পুরুষও তেমনি পুরুষত্ব খোয়ানোর শঙ্কামুক্ত হয়ে ঘর সামলাক, বাচ্চা মানুষ করুক। নতুন প্রজন্মের ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বলুক, 'আমরা কাঁদি, রাঁধি আবার চুলও বাঁধি'।

নাহিদা নিশি শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। nahida.nishi19@gmail.com

[১২] সানজানা চৌধুরী, (২০২১, এপ্রিল ২৩), বাংলাদেশে পুরুষদের চাইতে নারীদের গড় আয়ু বেশি কেন, বিবিসি বাংলা, https://www.bbc.com/bengali/news-56855752